গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখাঃ কারিগরি-২
www.moedu.gov.bd

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা-২০২০

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং ২ বছর মেয়াদি এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট), এইচএসসি (ভোকেশনাল), ডিপ্লোমা ইন কমার্স ও সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড কোর্সের জন্য নিম্নরূপ **"ভর্তি নীতিমালা-২০২০"** প্রণয়ন করা হলো।

১.০ সংজ্ঞা :

১.১ 'বোর্ড' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বোঝাবে;

১.২ 'কলেজ' ও 'ইন্সটিটিউট' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে;

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম অর্থাৎ অনলাইনে প্রদর্শিত আবেদন ফরম বোঝাবে;

১.৪ 'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বোঝাবে।

২.০ **শিক্ষাক্রম ও ভর্তির আবেদনের যোগ্যতা :**

শিক্ষাক্রম	ভর্তির যোগ্যতা
২.১ সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) : ২.১.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফট) <u>টেকনোলজিসমূহ ঃ</u> অটোমোবাইল, এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এ্যারোস্পেস), এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এভিয়োনিক্স), আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সিরামিক্স, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কন্সট্রাকশন, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রো মেডিকেল, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্টাল, ফুড, ফুটওয়ার, গ্লাস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, লেদার, লেদার প্রডাক্টস অ্যান্ড এক্সেসরিস, মেরিন, মেকাট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, পাওয়ার, প্রিন্টিং, রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, শিপ বিল্ডিং, সার্ভেয়িং, টেলিকমিউনিকেশন। ২.১.২ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফট) <u>টেকনোলজিসমূহ ঃ</u> টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং, জুট । ২.১.৩ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি (১ম ও ২য় শিফট)	সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি/ দাখিল/এসএসসি(ভোকেশনাল)/দাখিল (ভোকেশনাল) / সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ছেলেদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ৩.০০সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা **'ও' লেভেলে** যেকোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীরা ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। জিপিএ পদ্ধতি চালুর পূর্বে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে।
২.২ সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) : ২.২.১ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ২.২.২ ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি	সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি / দাখিল/ এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) / সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা 'ও' **লেভেলে** যে কোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড ও অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীরা ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য

শিক্ষাক্রম	ভর্তির যোগ্যতা
	আবেদন করতে পারবে। জিপিএ পদ্ধতি চালুর পূর্বে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে।
২.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ঃ ২.৩.১ ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক ২.৩.২ ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ	সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি / দাখিল / এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) / সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা 'ও' লেভেলে যেকোন একটি বিষয়ে ন্যূনতম 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীরা ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। উল্লেখ্য এবং জীববিজ্ঞানে জিপি ৩.০০ সহ বিজ্ঞান বিভাগে পাসকৃতদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে, তবে মোট জিপিএর ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে। সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপি বিবেচনায় আনতে হবে। জিপিএ পদ্ধতি চালুর পূর্বে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে।
২.৪ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ঃ ২.৪.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিসমূহ ঃ অটোমোবাইল, এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এ্যারোস্পেস), এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স (এভিয়োনিক্স), আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সিরামিক্স, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কন্সট্রাকশন, ডাটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রো মেডিকেল, ইলেকট্রনিক্স, এনভায়রনমেন্টাল, ফুড, ফুটওয়্যার, গ্লাস, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল, লেদার, লেদার প্রডাক্টস অ্যান্ড এক্সেসরিস, মেরিন, মেকাট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভে, পাওয়ার, প্রিন্টিং, রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন, শিপ বিল্ডিং, সার্ভেয়িং, টেলিকমিউনিকেশন। ২.৪.২ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ২.৪.৩ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিসমূহ ঃ টেক্সটাইল টেকনোলজি, গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি, জুট টেকনোলজি ২.৪.৪ ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার ২.৪.৫ ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ	সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি / দাখিল / এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) / সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে জিপিএ ২.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা 'ও' লেভেল উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীরা ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। জিপিএ পদ্ধতি চালুর পূর্বে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে।

শিক্ষাক্রম	ভর্তির যোগ্যতা
২.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) : ২.৫.১ এইচএসসি (ভোকেশনাল) : ট্রেডসমূহ : এগ্রোমেশিনারি, অটোমোবাইল, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, ক্লথিং অ্যান্ড গার্মেন্টস ফিনিসিং, কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, ড্রাফটিং অ্যান্ড সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং, মেশিন টুল অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং, রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন, উড অ্যান্ড ডিজাইন	এসএসসি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা (ক্লাস্টার ভিত্তিক) ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য।
২.৬ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) : ২.৬.১ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) : স্পেশালাইজেশন : হিসাবরক্ষণ, কম্পিউটার অপারেশন, ব্যাংকিং, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা। ২.৬.২ ডিপ্লোমা ইন কমার্স । স্পেশালাইজেশন : হিসাবরক্ষণ, সর্টহ্যান্ড।	২০০৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি /এসএসসি (ভোকেশনাল) দাখিল/দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৭ সরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) : ২.৭.১ সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড : টেকনোলজি/ট্রেডসমূহ : মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন আর্টিফিসার, শিপ ফেব্রিকেশন, শিপ বিল্ডিং ওয়েল্ডিং, শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ড্রাফটিং।	২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সনে এসএসসি/ এসএসসি(ভোকেশনাল)/ দাখিল(ভোকেশনাল)/ দাখিল/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপি ২.৫০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
* 'ও' লেভেল থেকে পাসকৃত শিক্ষার্থীদের জিপিএ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি পাসকৃত শিক্ষার্থীদের সাথে সমমান/সমতুল্যতা করে উক্ত সনদ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে জমাদান সাপেক্ষে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে।	

৩.০ ভর্তি কার্যক্রমের সময়সূচি :

প্রতিষ্ঠানের ধরন	শিক্ষাক্রম	ভর্তি কার্যক্রমের সময়সীমা	ক্লাস আরম্ভ (সম্ভাব্য তারিখ)
সরকারি	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফ্ট) ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ২ বছর মেয়াদি মেরিন ও শিপ বিল্ডিং ট্রেড সার্টিফিকেট	ভর্তির সকল কার্যক্রম ০৯/০৮/২০২০ খ্রিঃ থেকে ১০/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তির লক্ষ্যে সময় বর্ধিত করা যাবে এবং তা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরনের পূর্বে হতে হবে। নভেম্বর/২০২০ মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	১৬/০৯/২০ বুধবার

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	শিক্ষাক্রম	ভর্তি কার্যক্রমের সময়সীমা	ক্লাস আরম্ভ (সম্ভাব্য তারিখ)
বেসরকারি	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি	ভর্তির সকল কার্যক্রম ০৯/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু করে ১০/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় ভর্তির সময় বর্ধিত করা যাবে এবং তা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরনের পূর্বে হতে হবে। নভেম্বর/২০২০ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	১৬/০৯/২০ বুধবার
সরকারি/ বেসরকারি	এইচএসসি (ভোকেশনাল) এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) ডিপ্লোমা ইন কমার্স	ভর্তির সকল কার্যক্রম ০৯/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু করে ১০/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় ভর্তির সময় বর্ধিত করা যাবে এবং তা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরনের পূর্বে হতে হবে। নভেম্বর এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	১৬/০৯/২০ বুধবার

৪.০ **প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি :**

৪.১ প্রার্থী নির্বাচনে কোন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কেবলমাত্র এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪.২ ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র অন-লাইনের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সময় সম্প্রতি তোলা ছবি সংযোজন করতে হবে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd এবং btebadmission.gov.bd বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে।

৪.৩ ভর্তির সকল কার্যক্রম অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে সম্পন্ন করা হবে। সকল ধরনের ফর্ম পূরনের পূর্বে সকল ধরনের রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন হতে/করা হবে।

৪.৪ এসএসসি পাসকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৬৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১৪ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১৪×৫=৭০ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৬৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৬ সালে এসএসসি পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৫৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১১ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১১×৫=৫৫ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৫৩ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৫ সালে এসএসসি পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৪৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১০×৫=৫০ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। এক্ষেত্রে ৬৮ পয়েন্ট ও ৫৩ পয়েন্ট কে ৪৮ পয়েন্টের সাথে সমতুল্য করে হিসাব করা হবে। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসির পয়েন্ট, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের

পয়েন্ট এবং 'ও' লেভেলের পয়েন্ট সমতুল্য করে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। উল্লেখ্য, প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের সাথে পূর্বের প্রচলিত বিভাগ পদ্ধতির ফলাফল সমতাকরণ করে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

৪.৫ ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে শর্তাবলি নিম্নরূপঃ

৪.৫.১ প্রথমে জিপিএ ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.২ একই জিপিএ হলে সাধারণ গণিতের জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.৩ সাধারণ গণিতের জিপিএ একই হলে উচ্চতর গণিত/ বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.৪ উচ্চতর গণিত/ বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ জিপিএ একই হলে ইংরেজি এর জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.৫ ইংরেজি এর জিপিএ একই হলে পদার্থ/রসায়ন এর সর্বোচ্চ জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.৬ পদার্থ/রসায়ন এর সর্বোচ্চ জিপিএ একই হলে মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.৭ মোট নম্বর একই হলে সাধারণ গণিতের নম্বর এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.৮ সাধারণ গণিতের নম্বর একই হলে উচ্চতর গণিত/ বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ নম্বর এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.৯ উচ্চতর গণিত/ বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ নম্বর একই হলে ইংরেজি এর নম্বর এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.১০ ইংরেজি এর নম্বর একই হলে পদার্থ/রসায়ন এর সর্বোচ্চ নম্বর এর ভিত্তিতে মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.১১ পদার্থ/রসায়ন এর সর্বোচ্চ নম্বর একই হলে জন্ম তারিখ ভিত্তিতে (যার বয়স বেশি) মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৫.১২ জন্ম তারিখ একই হলে এসএসসি এর রেজিঃ নম্বর ভিত্তিতে (যার রেজিঃ নম্বর বেশি) মেধা তালিকা করা হবে;

৪.৬ প্রার্থীকে আবেদনের নির্ধারিত স্থানে পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান এবং টেকনোলজি / স্পেশালাইজেশন / ট্রেড সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তবে যে কোন প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন টেকনোলজি পছন্দ হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ থাকলে তা নির্বাচন করা যাবে এবং দ্বিতীয় অপেক্ষমান ফলাফল প্রকাশের সময় যে কোন প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন টেকনোলজি পছন্দক্রম বিষয়টি প্রয়োগ করা হবে;

৪.৭ আবেদন ফরমে উল্লিখিত পছন্দের ভিত্তিতে এবং মেধা ও কোটার অনুসরণে প্রথম পর্বে / প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হবে;

৪.৮ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভর্তি কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ভর্তি কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে;

৪.৯ এসএসসিসহ ২ (দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবে। এসএসসি ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে;

৪.১০ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনায় তাৎক্ষনিক কোনরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪.১১ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে এর মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫টি (পনের) টি টেকনোলজি/ট্রেড-এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফটের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে;

৫.০ এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তির পদ্ধতি :

৫.১ ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অন-লাইনে আবেদন করতে হবে;

৫.২ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে এর মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী আবেদন করা যাবে;

৫.৩ এসএসসি (ভোকেশনাল)/দাখিল(ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে প্রচলিত বিভিন্ন ট্রেডের উপর ভিত্তি করে এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের জন্য ক্লাস্টার (সংশ্লিষ্ট) ট্রেডে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে;

৬.০ ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি :

৬.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য) :

৬.১.১ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫%, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫% এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫% এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ২% আসনে মেধানুযায়ী (পছন্দক্রমে) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে;

৬.১.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের মেধা এবং পছন্দক্রম অনুযায়ী টেকনোলজি/ট্রেড বন্টন করতে হবে। এসএসসি ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে;

৬.১.৩ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের ২০% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্য ছাত্রী না পাওয়া গেলে তা ছাত্রদের দিয়ে পূরণ করা যাবে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র সূত্র নং-শাঃ১৫/TVET Project ৭-২/২০১০-১৪৩ তারিখঃ ২৮/০৪/২০১৪) এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত মহিলা ১০%, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, কাপ্তাই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রতিটিতে ৪টি করে আসন ও অন্যান্য ইনস্টিটিউটে ২টি (মেরিন ইনস্টিটিউটে প্রতিটি গ্রুপে ১টি) করে আসন সংরক্ষিত থাকবে;

৬.১.৪ এসএসসিসহ ২(দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্য আবেদনকারী না পাওয়া গেলে তা মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা যাবে;

৭.০ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য) :

৭.১ প্রার্থীদেরকে প্রথম পর্বে মেধা ও কোটার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে ভর্তির সময় মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে;

৭.২ এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধাভিত্তিতে সকল জেলাসমূহ থেকে ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। সাধারণ মেধা তালিকা প্রণয়নকালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে মেধা বিবেচনা করা হবে;

৭.৩ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক এর ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ভর্তি সংক্রান্ত সকল কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

৭.৪ ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ, ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি ও ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদের অন-লাইন এর মাধ্যমে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে;

৮.০ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য) :

৮.১ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহে ভর্তির আবেদন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd এবং www.btebadmission.gov.bd- এ অনলাইনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন হবে;

৮.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের জন্য ১০% আসন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি ইন্সটিটিউটে ২টি করে আসন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫% আসন, বস্ত্র অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান হতে এসএসসি (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং উক্ত আসনে মেধাক্রমঅনুযায়ী আবেদন ফরমে বর্ণিত পছন্দের ভিত্তিতে টেকনোলজি বন্টন করতে হবে।

৯.০ এনরোলমেন্ট ও ইমার্জিং টেকনোলজি সংযোজন :

৯.১ বিশ্ব চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে;

৯.২ কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্ধারিত এনরোলমেন্ট অর্জনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে;

১০.০ ভর্তি কমিটি, অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা :

১০.১ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড একটি কমিটি গঠন করবে;

১০.২ গঠিত কমিটি ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় নির্বাহের এর বিষয়ে সুপারিশ করবে;

১০.৩ ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

১১.০ ভর্তি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম :

১১.১ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে;

১১.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র জমা দিতে হবে;

১১.৩ সরকার নির্ধারিত সকল কোটায় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ভর্তির পর কোন আসন শূন্য থাকলে তা সাধারণ মেধা তালিকা হতে পূরণ করা যাবে;

১১.৪ ভর্তির সময় সকল প্রার্থীকে তাদের এসএসসি/ সমমান পরীক্ষা পাশের প্রমাণ হিসেবে বোর্ড হতে প্রদত্ত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে এবং নিবন্ধনভুক্তির সময় হার্ড কপির সাথে মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমাপ্রদান করতে হবে ও শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত উল্লিখিত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা থাকবে। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রার্থী উক্ত নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত চাইলে প্রতিষ্ঠান তার ভর্তি বাতিল করে তা ফেরত দিতে পারবে;

১১.৫ ভর্তিকৃত কোন শিক্ষার্থী ক্লাস শুরুর ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ক্লাসে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত শূন্য আসনসহ মোট খালি আসনে পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধা ও পছন্দ ক্রমানুসারে পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে। এক্ষেত্রে অপেক্ষমান তালিকা হতে সর্বোচ্চ তিন স্তরে মেধাক্রম আনুযায়ী ভাগ করে ২ দিন পর পর আগে পছন্দ নির্বাচন করা সাপেক্ষে আগে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা হবে;

১১.৬ ডিপ্লোমা প্রথম পর্বে প্রতি গ্রুপ ও প্রতি টেকনোলজিতে ৫০ জন (ড্রপআউটসহ) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। প্রতি টেকনোলজিতে ন্যূনতম ১০ জন শিক্ষার্থী থাকা সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে;

১১.৭ এইচএসসি (ভোকেশনাল)/ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট)/ ডিপ্লোমা ইন কমার্স প্রতি পর্বে প্রতি ট্রেডে/স্পেশালাইজেশন এ ৫০ জন (ড্রপআউটসহ) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। প্রতি ট্রেড/স্পেশালাইজেশন এ ন্যূনতম ২০ জন শিক্ষার্থী থাকা সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে;

১১.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত নিবন্ধন ফি প্রদান করতে হবে। ক্লাস আরম্ভের তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে অন-লাইন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

১১.৯ ভর্তি নীতিমালা-২০২০ এর আলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় ভর্তি নির্দেশিকা জারি করবে;

১১.১০ বেসরকারি হতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অথবা সরকারি টিএসসি হতে সরকারি পলিটেকনিকে শিক্ষার্থী বদলী হতে পারবে না;

১১.১১ বাংলাদেশ সরকারের বিদেশি ছাত্র ভর্তি নীতিমালা অনুসরণপূর্বক এবং যে কোন প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ০৫ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক অনুমতি দেওয়া যেতে পারে;

১১.১২ 'ও' লেভেল হতে যারা পাস করেছে তাদের নম্বর সনদ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড হতে এসএসসি এর সমমান/সমতুল্য করে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তি সুযোগ দেওয়া হবে;

১২.০ ভর্তি ও ফি :

১২.১ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে এর মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) টি টেকনোলজি/ট্রেড/স্পেশালাইজেশন -এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফটের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে। তবে অতিরিক্ত পছন্দের ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিষ্ঠান ও যে কোন বিষয় নির্বাচন করা যাবে।

১২.১.১ ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে ফি প্রযোজ্য হবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	মন্তব্য
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	২০০/-	বোর্ডের প্রাপ্য
২.	রোভার স্কাউট ফি	১৫/-	
৩.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	২০/-	

সরকারি পলিটেকনিক ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে ভর্তির জন্য ৩৮৫/- টাকা এবং অন্যান্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি জন্য ২৩৫/- টাকা+অনলাইন পেমেন্ট চার্জ ৩.০০ টাকা মোট (২৩৫+৩)=২৩৮/- টাকা প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি নিশ্চায়ন করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন করলে তার নিকট হতে উপরিউক্ত ফি এর অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে।

১২.১.২ এইচ এস সি /সমমান শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে ফি প্রযোজ্য হবে:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	মন্তব্য
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০/-	বোর্ডের প্রাপ্য
২.	ক্রীড়া ফি	৩০/-	
৩.	রোভার/রেঞ্জার ফি	১৫/-	
৪.	রেডক্রিসেন্ট ফি	২০/-	
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	০৭/-	
৬.	বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি	২০০/-	প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রাপ্য ১৯২/- টাকা+অনলাইন পেমেন্ট চার্জ ৩.০০ টাকা মোট (১৯২+৩)=১৯৫/- টাকা প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি নিশ্চায়ন করতে হবে;

১২.২ (১) সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা/ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

(৩) দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) রেজিস্ট্রেশন ফি এবং আনুষঙ্গিক ফি এর সমুদয় অর্থ ভর্তির আবেদনের সাথে পরিশোধযোগ্য।

১৩.০ **ভর্তির বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম :**

১৩.১ ভর্তি কার্যক্রমের প্রচারের নিমিত্ত রেডিওতে প্রচার, টেলিভিশনে ক্রল/ ফিলার প্রচার ও টেলিভিশন টকশো আয়োজন, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে প্রচার, জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার/লিফলেট/স্টিকার বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাইকিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩.২ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ জেলা প্রশাসকের মাসিক সমন্বয় সভায় যোগদান করে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করবেন;

১৩.৩ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির প্রচারণা চালাবে;

১৩.৪ প্রচারণা সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;

১৪.০ **নীতিমালার কার্যকারিতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা :**

১৪.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে;

১৪.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানটির এমপিও বাতিল করা হবে;

১৪.৩ সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালায় কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।;

১৫.০ **ভর্তি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলি :**

১৫.১ ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd এবং www.btebadmission.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের /অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে;

১৫.২ ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সকল শিক্ষাক্রমের ভর্তি কার্যক্রম শুধুমাত্র অনলাইনে এবং শিক্ষার্থীদের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ/ফলাফলের এর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে;

১৫.৩ ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারি করবে।

০৬/০৮/২০২০

(মো. আমিনুল ইসলাম খান)
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।